দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 JUN 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অযত্নে মেধার অপচয়

সাইফ সেঞ্চুরি

বিশ্বে মানব মেধার একটি বিরাট অংশ অযত্ন, অবহেলায় নষ্ট হয়। মেধা বিকাশের জন্য প্রয়োজন পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক পরিবেশ। এর ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পারিবারিক তত্ত্বাবধান। মাতৃক্রোড়ে যে শিশুর জন্ম, মাকেই সে তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। শিশুর মেধা ও মননে মায়ের প্রভাব তাই অনন্য; পাশাপাশি বাবার উপস্থিতি ও উপস্থাপন যোগ করে শক্তিশালী মাত্রা। উন্নত সমাজে মা-বাবার ব্যস্ততা শিশুকে বঞ্চিত করে পারিবারিক কাঠামোয় মেধা বিকাশের ব্যবহারিক ও সর্বাধিক ফলপ্রসূ উপাদান। তারা বিভিন্ন 'সদন'-এ আশ্রয় পেলেও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সাধারণত হতে পারে না। আর তাই পশ্চিমা বিশ্বে এমনকি তৃতীয় বিশ্বের উন্নত সমাজেও পারিবারিক ভাঙন এমনকি পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার বজ্রনিনাদ শোনা যাচ্ছে। কেননা পারিবারিক অযত্ন এবং ঔদাসীন্য যে প্রজন্মের মনে খোদিত হয়ে আছে তারাই বড় হয়ে পারিবারিক জীবনে তাদের সন্তানদের প্রতি নির্লিপ্ততা প্রকাশে পিছপা হন না। আর এভাবে এক 'দুষ্ট চক্র' ক্রমশই বিরাট ব্যাপ্তি ধারণ করছে।

ঠিক তেমনি সব সমাজেই নিম্নশ্রেণীর ভিতরেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্যের সন্ধানে মা-বাবা দু'জনকে ব্যস্ত এবং পরিশ্রান্ত দেখা যায়। ফলে অযত্নে গড়ে ওঠা শিশুটির মেধার বিকাশ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি ধ্বংসাত্মক প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় তাদের ভিতর। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, পারিবারিক বন্ধন ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিধায়, স্বল্প পরিসরে হলেও মেধা বিকাশের একটি ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। এখানেও মা-বাবার উদাসীনতা অনেক সময় শিশুর মেধার অপচয় ঘটায় এবং অনেক আধুনিক সুবিধাদি প্রদানে অভিভাবকদের ক্ষমতার স্বল্পতা ও শিশুর মেধা বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক পরিবেশেও মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে অযত্ন ও অবহেলা বিরাজমান। পরিবারের সীমানা পেরিয়ে ছেলে মেয়েরা যখন বিদ্যালয়মুখী হয় তখন শিক্ষকদের অনেক অবহেলা তাদের মেধার অপচয়ের জন্য দায়ী। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকারা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা থেকে বঞ্চিত। দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকলেও তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থটাই সার, এই শোরগোল বিদগ্ধ জনেরাই করে থাকেন। এছাড়া পৃথিবীর উন্নত দেশ থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বেও এতিমদের জন্য স্বেচ্ছা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যথাযথ যত্নের অভাবে শিক্ষার্থীদের মেধার অপচয় হচ্ছে। যে সময় 'বালক প্রতীক্ষার খরচোখে' দেখে কিশোরের চঞ্চল বিস্তার, কিশোর দেখে যুবকের পৃথিবীময় অহংদৃপ্ত বিহার সে সময় সমাজের দুষ্টক্ষতগুলো তাদের চোখ তেমন এড়ায় না। সমাজে অনুজদের প্রতি অগ্রজদের অবহেলা, এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি এবং শাসনের শ্যেন দৃষ্টি সেই অনুজদের মেধা বিকাশের পরিপার্শ্বকে কেবলই দূরগত করে তোলে। তাদের স্বপ্নের বৃত্তে ঢুকে বন্য প্রবৃত্তি-হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা।

একটি জাতিসত্তা তাদের স্বকীয় মেধায় সাবলম্বি হবে--এটাই রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যাশা, তেমনি সাবলীলভাবে রাষ্ট্র তার গণমানুষের মেধা বিকাশ ও তা যথাযথ মূল্যায়নে সচেষ্ট থাকবে-- রাষ্ট্রের কাছে জনশক্তি এটাই কামনা করে। উন্নত দেশগুলোতে বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকগণ যথেষ্ট আন্তরিক, দূরদর্শী তথাপি তাঁদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীনও হতে হয়। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলগুলোতে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সুবিধাদানের এক মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্রিটেনে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষায় পরিশুদ্ধতা আনার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষিত 'লিটারেসি আওয়ার' প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। অন্যান্য উন্নত দেশেও মেধার বিকাশ, নির্ণয় এবং শিশুর আগ্রহ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এরপরেও অবহেলা ও অযত্নের সামান্য সুযোগ পেলে উন্নত দেশেও যে মেধার অপচয় এবং অপব্যবহার হয়, তার প্রমাণ হল্যান্ডের স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীরা। ১৯৯০ সালে এগারো থেকে আঠারো বছর বয়সী শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ছাত্রছাত্রী এ্যালকোহলে অভ্যস্ত ছিল এবং ১৯৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগে দাঁড়িয়েছে। গাঁজায় আসক্তদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে ১৯৯০ সালের শতকরা দশ ভাগ থেকে ১৯৯৫ সালে শতকরা সতেরো ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং খুব সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অবহেলা অথবা স্বল্প আন্তরিকতায় কত মেধা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। (অনুসৃতি)